যুগান্তর

তারিখ 17 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

স্বপ্নপূরণে বড় বাধা দারিদ্র্য

আবদুল কুদ্দুছ বসুনিয়া, *কাউনিয়া (রংপুর) থেকে*

রংপুরের কাউনিয়ায় ১২ অদম্য মেধাবী দারিদ্র্যকে জয় করে এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে বিজ্ঞান শাখায় জিপিএ-৫ পেয়ে গ্রামের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আঁধার ঘরে ওরা চাঁদের আলো। ওরা কেউ দিনমজুর, রাজমিস্ত্রি, গার্মেন্টে কর্মী, চকিদারের সন্তান আবার কেউ পিতৃ-মাতৃহীন। অভাব ওদের নিত্যসঙ্গী। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটেনি। চাহিদামতো জোগার হয়নি পোশাক। তবুও দমে যায়নি ওরা। হার মানেনি দারিদ্র্যের কাছে। এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে হাসি ফুটিয়েছে দুঃখী মা-বাবার মুখে। শিক্ষাজীবনের প্রথম এ সাফল্যে তাদের দু'চোখে এখন এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। এরপরও অর্থাভাবে ভালো কলেজে ভর্তি ও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয়ে পড়েছে ওরা। এ অবস্থায় সমাজের বিত্তবানরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেই ওদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণ হবে। কিন্তু এ অদম্য মেধাবীদের এখন স্বপ্নপূরণে বাধা দারিদ্র্য। এরা জানে না তাদের স্বপ্ন কীভাবে পূরণ হবে? কারণ এরা সবাই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এদের পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা।

আজদাদুম আছমা সুমি : কাউনিয়া উপজেলার মদামুদন উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নিয়ে জিপি এ-৫ পেয়েছে মোছা. আজদাদুম আছমা সুমি। কাউনিয়া উপজেলার দরিমদন মোহন গ্রামের দিনমজুর মানসিক ভারসাম্যহীন আহাম্মদ হোসেনের কনিষ্ঠ কন্যা সে। চরম অর্থসংকটের মাঝেও সুমি এবার এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ইব্রাহিম আলী : ইব্রাহিম আলী এবার এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা বাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে রংপুরের শ্রমিক অধ্যুষিত হারাগাছ এলাকার মধ্য ঠাকুরদাশ গ্রামের মৃত আ. সাত্তারের পুত্র। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে ২ ছেলেকে পড়াশোনা করাচ্ছেন।

দিপা রানী রায় : কাউনিয়ার বাহাগিলি গ্রামের ভরত চন্দ্রের কন্যা দিপা রানী রায়। সে ধর্মেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখায় এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে ৫ম এবং ৮ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছিল। মা শোভা রানী জানান, দিপার বাবা গার্মেন্ট কর্মী, তার আয়ে অতিকষ্টে চলে তাদের সংসার।

সাকিব আহম্মেদ : রাজমিস্ত্রির ছেলে প্রমাণ করেছে ইচ্ছা আর অধ্যবসায় থাকলে সাফল্যের শীর্ষে ওঠা যায়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ধর্মেশ্বর মহেশা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে সাকিব। চণ্ডিপুর গ্রামের ফারুক ও মাতা রঞ্জিনা বেগমের পুত্র সে। ৩ ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে তাদের সংসার। সে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতেও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল।

মাধবী রানী : কাউনিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞায় শাখায় এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এটা তার কঠোর পরিশ্রমের ফল। নিজপাড়া গ্রামে চকিদার লক্ষ্মীকান্ত ও মা অনিতা রানীর কন্যা। মাধবী জানায়, মাত্র ৮ শতক জমির ওপর বসতভিটা ছাড়া অর্থ সম্বল বলতে কিছুই নেই তাদের।

অদম্য মেধাবীদের গল্প

আজিজুল ইসলাম | রঞ্জু মিয়া | ইব্রাহিম আলী | রাকিব হোসাইন

স্বপন চন্দ্র বর্মণ | জিহান রহমান জন | আজদাদুম আছমা সুমি | মোহাইমিনুল ইসলাম লিয়ন

দিপা রানী রায় | মাধবী রানী | সাকিব আহম্মেদ | সাইদুল ইসলাম

সাইদুল ইসলাম : দারিদ্রতা ও অর্থসংকট দমিয়ে রাখতে পারেনি কাউনিয়া উপজেলার পিতৃ-মাতৃহারা সন্তান সাইদুল ইসলামের। চরম অর্থসংকটের মধ্যে ও সাইদুল ইসলাম এবার এসএসসি পরীক্ষায় গাজিরহাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অংশ দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

স্বপন চন্দ্র বর্মণ : রাজমিস্ত্রির পুত্র প্রমাণ করেছে ইচ্ছা আর অধ্যবসায় থাকলে সাফল্যের শীর্ষে ওঠা যায়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গাজিরহাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে স্বপন। নিজপাড়া গ্রামের বংক চন্দ্র ও মাতা শান্তি রানীর পুত্র সে। এক বোন এক ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে তাদের সংসার।

জিহান রহমান জন : হারাগাছ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখায় এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে জিহান রহমান জন। এটা তার কঠোর পরিশ্রমের ফল। পোদ্দারপাড়া বাঘটারী গ্রামের মৃত মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক ও মা জাহানারা বেগমের ছেলে সে। জন জানায়, মাত্র ১২ শতক জমির ওপর বসতভিটা ছাড়া অর্থসম্বল বলতে কিছুই নেই তাদের।

রাকিব হোসাইন : শীর্ষে ওঠা যায়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নিজদর্পা উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। নিজদর্পা গ্রামের সাহাজাহান মিয়া ও মাতা ছালেহা বেগমের পুত্র সে। ২ ভাই, বাবা ও মাকে নিয়ে তাদের সংসার। নিজস্ব ১০ শতক জমির বসতভিটা ছাড়া আর কিছু নেই তাদের।

মোহাইমিনুল ইসলাম লিয়ন : কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর সভার ঠাকুরদাশ গ্রামের কঠিন রোগে আক্রান্ত দিনমজুর জাহাঙ্গীর আলমের অদম্য মেধাবী পুত্র মোহাইমিনুল ইসলাম লিয়ন। দরিদ্র পরিবারে অভাব-অনটনের মধ্যেও দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে সে বাংলাবাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। লিয়ন জানায়, ৪ ভাই, ২ বোন ও বাব-মাকে নিয়ে তাদের সংসার, তিস্তার গর্ভে তাদের ভিটেমাটি বিলীন হওয়ার পর মাত্র ৮ শতক জমির ওপর বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

রঞ্জু মিয়া : বাংলাবাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে রঞ্জু মিয়া। কাউনিয়া উপজেলার মধ্য ঠাকুরদাস গ্রামের পান দোকানি আরিফিন মিয়ার ছেলে সে। রঞ্জু জানায়, বাবার ৩ শতক বাড়িভিটা ছাড়া আর কিছু নেই। পান দোকান করে বাবা সংসার চালান। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে এসএসসি পাস করলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ নিয়ে এখন দুচিন্তার শেষ নেই রঞ্জুর। এক ভাই স্কুলে পড়াশোনা করে, বাকি দু'ভাই বেকার, সংসারেই খরচ বাবা দিতে পারেন না, তার ওপর রঞ্জুর উচ্চশিক্ষার খরচ জুটবে কীভাবে? রঞ্জু এতদিন প্রাইভেট পড়িয়ে তার পড়াশোনার খরচ চালিয়েছে।

আজিজুল ইসলাম : কাউনিয়া উপজেলার মধ্য ঠাকুরদাস গ্রামের মশিয়ার রহমানের অদম্য মেধাবী পুত্র আজিজুল। দরিদ্র পরিবারে অভাব-অনাটনের মধ্যেও দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে সে বাংলাবাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছিল। আজিজুল জানায়, বাবার উপার্জন দিয়ে কোনোমতে চলে তাদের সংসার। নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। এতদিন বৃত্তির টাকা দিয়ে পড়াশোনা করেছে। আজিজুলের স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের সেবা করার।